গাংনীতে মোটরসাইকেল-ট্রলি সংঘর্ষে তিন যুবক আহত

গাংনীর নওপাড়া বাজারে ট্রলির সঙ্গে দ্রুতগতির মোটরসাইকেলের ধাক্কায় তুহিন আলী, ইমন ও সাব্বির হোসেন নামের তিন যুবক আহত হয়েছেন। আহত তিনজনের বাড়ি একই গ্রামের নওপাড়া।

আজ বুধবার সন্ধ্যায় নওপাড়া বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, তুহিন, ইমন ও সাব্বির একটি মোটরসাইকেলে করে দ্রুতগতিতে বাজার পার হচ্ছিলেন। এসময় সামনে থাকা একটি ট্রলির সঙ্গে জোরালো ধাক্কা লাগলে তিনজনই রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন।

মেহেরপুরে জামায়াতের নির্বাচনী মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা

জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে বিশাল নির্বাচনী মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠ প্রাঙ্গণ থেকে এ শোভাযাত্রা শুরু হয়।

শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমীর তাজউদ্দিন খান। নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসেবে আয়োজিত এ মোটরসাইকেল শোভাযাত্রায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল

হুসাইন, জেলা নায়েবে আমীর মাওলানা মহাবুব উল আলম, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী রুহুল আমিন, জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, সদর উপজেলা আমীর মাওলানা সোহেল রানা, মুজিবনগর উপজেলা আমীর মাওলানা খানজাহান আলী, জেলা বায়তুলমাল সম্পাদক জারজিস হোসাইন, সদর উপজেলা সেক্রেটারি মাস্টার জাব্বারুল ইসলাম ও মুজিবনগর উপজেলা সেক্রেটারি খাইরুল বাশারসহ জামায়াতের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

শোভাযাত্রাটি সদর উপজেলা থেকে শুরু হয়ে ঐতিহাসিক মুজিবনগর এলাকা প্রদক্ষিণ করে। পরে পুনরায় শহরে ফিরে পৌর কলেজে এসে সমাপ্ত হয়।

সমাপনী বক্তব্যে মাওলানা তাজউদ্দিন খান শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করায় সাধারণ জনগণ ও নেতাকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে মাঠপর্যায়ে জনসম্পৃক্ততা আরও জোরদার করা হবে। এ সময় তিনি আসন্ন নির্বাচনে সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে নেতাকর্মীদের সদা প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

মেহেরপুরে স্বর্ণালঙ্কার ও নগদসহ প্রায় ১১ লাখ টাকার মালামাল চুরি

মেহেরপুর পৌরসভার নতুনপাড়ায় বসতবাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরেরা তালা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ টাকা সহ প্রায় ১১ লাখ টাকার মালামাল চুরি করে নিয়ে গেছে। এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

ভুক্তভোগী বেগম দিলরুবা বেলী (৬০) ৪নং ওয়ার্ডের নতুনপাড়ার মৃত আবু বক্করের স্ত্রী। তিনি জানান, তিনি অসুস্থ থাকায় ১৪ নভেম্বর থেকে ছোট মেয়ের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। এ সুযোগে অজ্ঞাত চোরেরা তার বাড়ির সীমানা প্রাচীর টপকে ভেতরে প্রবেশ করে।

পরবর্তীতে ১৮ নভেম্বর ছোট মেয়ে ও জামাই বাড়িতে গিয়ে দেখেন

দক্ষিণ দিকের ছোট গেটের তালা ভাঙা এবং ঘরের আলমারি ভেঙে তছনছ করা অবস্থায় পড়ে আছে। চোরেরা আলমারি থেকে ৫ ভরি স্বর্ণালঙ্কার এবং নগদ ১ লাখ টাকা নিয়ে গেছে। বর্তমানে বাজারমূল্য অনুযায়ী চুরি হওয়া ৫ ভরি স্বর্ণের দাম প্রায় ১০ লাখ টাকা।

এ ঘটনায় বেগম দিলরুবা বেলী মেহেরপুর সদর থানায় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

সাধারণ মানুষের শঙ্কা ও উদ্বেগ দুর করতে হবে

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ঢেপা-পাঙ্গাসিপাড়ায় গভীর রাতে গোয়ালঘরের তালা ভেঙে দুটি গরু চুরির ঘটনাটি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর এক গভীর উদ্বেগের ছায়া ফেলেছে। মেহেরপুর প্রতিদিনসহ কয়েকটি সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পারা যায়, মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে এমনকি শহরেও চুরির উপদ্রব বেড়েছে।

এ চুরির ঘটনায় এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ ও শঙ্কায় পড়েছেন। ফলে কেবল শহরাঞ্চলই নয়, অপেক্ষাকৃত শান্ত গ্রামীণ জনপদও এখন সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের সহজ লক্ষ্যে পরিণত হচ্ছে।

একটি কৃষিপ্রধান দেশে, একটি গরু কোনো সাধারণ সম্পত্তি নয়। এটি কৃষকের বছরের পর বছর ধরে সঞ্চিত মূলধন, জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন এবং বহু পরিবারের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ভিত্তি। ঢেপা- পাঙ্গাসিপাড়ের মতো একটি গ্রামে যখন একটি এইড়ে (ষাঁড়) ও একটি গাভিন জাতের গরু চুরি হয়ে যায়, তখন কেবল দুটি প্রাণী হারায় না, বরং একটি বা দুটি পরিবার আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে।

এই কৃষকেরা প্রায়শই কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে বা ঋণ করে গরু কেনেন। গভীর রাতে সংঘটিত এই চুরির ঘটনা সেই কৃষকদের কেবল নিঃস্বই করে না, তাদের মনে এক ধরনের অসহায়তা ও নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দেয়। এই নিরাপত্তাহীনতা তাদের কৃষিকাজ থেকে শুরু করে সামগ্রিক জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

এই ধরনের অপরাধের পুনরাবৃত্তি স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। গভীর রাতে যখন সংঘবদ্ধ চোরের দল একটি গোয়ালঘরের তালা ভেঙে চুরি করে, তখন বুঝতে হবে যে এলাকায় টহল ব্যবস্থা দুর্বল এবং চোরদের মনে আইনের ভয় কমে আসছে। অপরাধীরা যখন দ্রুত ধরা পড়ে না বা চুরি যাওয়া সম্পদ উদ্ধার হয় না, তখন তা অন্য অপরাধীদের উৎসাহিত করে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থার সংকট তৈরি করে।

স্থানীয় প্রশাসনের উচিত, এই ধরনের স্পর্শকাতর অপরাধের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া এবং এগুলোর পুনরাবৃত্তি রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

নিরাপত্তার এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শুধুমাত্র পুলিশি তৎপরতা যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন সামাজিক প্রতিরোধ এবং গণ-সহযোগিতা। চুরি ডাকাতি রোধে প্রতিটি গ্রামে এখন সম্মিলিত উদ্যোগে রাত পাহারার (কমিউনিটি ওয়াচ) ব্যবস্থা জোরদার করা জরুরি।

স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, মসজিদের ইমাম এবং সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উচিত এই ধরনের উদ্যোগের নেতৃত্ব দেওয়া এবং প্রশাসনকে এ ব্যাপারে সহযোগীতা প্রদান করা। এর পাশাপাশি, প্রশাসনকে চোর চক্রের মূল হোতাদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। চুরি যাওয়া গরু উদ্ধারে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো কিছুটা হলেও স্বস্তি পায় এবং জনমনে আস্থা ফিরে আসে।

গ্রামীণ অর্থনীতিকে সুরক্ষিত রাখতে হলে কৃষকের সম্পদ সুরক্ষিত রাখা অপরিহার্য। গরু চুরির ঘটনাটি সমগ্র গ্রামীণ জনপদের জন্য একটি সতর্কবার্তা।

এই শঙ্কা ও উদ্বেগ দূর করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। স্থানীয় প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সাধারণ নাগরিক—সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই পারে গ্রামীণ জনপদে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে। কৃষকের চোখে শঙ্কা নয়, বরং তার পরিশ্রমে গড়া সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই হোক রাষ্ট্রের মূল অঙ্গীকার।

গাংনীতে শিক্ষককে স্বামী হিসেবে না পেয়ে গোপনে করা ভিডিও ভাইরাল করে ছাত্রী

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলায় একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও দশম শ্রেণীর ছাত্রীকে নিয়ে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে। একে অপরের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ঘটনাকে আরও চাঞ্চল্যকর করে তুলেছেন। প্রধান শিক্ষককে স্বামী হিসেবে না পেয়ে দশম শ্রেণির এক ছাত্রী নিজেই বিভিন্ন ব্যক্তিগত ভিডিও এবং স্ক্রিনশট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল করে ওই শিক্ষককে ‘ফাঁসিয়েছেন’ বলে অভিযোগ উঠেছে। এরপর মেয়েটি নিজেই লাইভে এসে প্রধান শিক্ষককে বিয়ে করার দাবি জানিয়েছে।

ভাইরাল ভিডিও ও লাইভ নাটক

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই ছাত্রী নিজেই তাদের ব্যক্তিগত মুহূর্তের কিছু ভিডিও এবং স্ক্রিনশট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়। এই ঘটনা জানাজানি হলে উপজেলায় ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়। এরপর মেয়েটি প্রকাশ্যে লাইভে এসে ওই প্রধান শিক্ষককে বিয়ে করার কথা জানায়। ছাত্রীর হাসিমাখা চেহারা দেখে অনেকে মনে করছেন, একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই সে এই কাজটি করেছেন।

দীর্ঘ চার বছরের সম্পর্ক: দোষ কার?

ছাত্রীটি দাবি করেছে, তাদের সম্পর্কটি দীর্ঘ চার বছরের। সে যখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়ত, তখন থেকেই প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এলাকাবাসীরা বলছেন, এই দীর্ঘ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন—এমন একটি সম্পর্কে কেবল পুরুষই এককভাবে দোষী হতে পারে না। উভয় পক্ষেরই এই বিষয়ে সমান দায় রয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, যদি দুজনের মধ্যেই বিয়ের আগ্রহ থাকত, তবে এমন একটি ব্যক্তিগত তথ্য প্রচারের মাধ্যমে পরিস্থিতিকে নাটকীয় করে তোলার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এই ঘটনাটি অন্যান্য সকল নারীর সম্মানহানির কারণ হয়েছে বলেও অনেকে মন্তব্য করেছেন।

প্রশ্ন উঠেছে নারীর ‘প্রতারণার ফাঁদ’ নিয়ে

সম্প্রতি নারী কর্তৃক প্রতারণার ফাঁদ পাতার অভিযোগগুলো সমাজের উচ্চ মহল পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই ঘটনা সেই উদ্বেগকেই আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি থেকে শুরু করে কেউই যেন এই ধরনের ফাঁদ থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। এই ঘটনায় জনমনে প্রশ্ন উঠেছে, কেন সম্পর্কটিকে সরল পথে না নিয়ে এসে এমন নাটকীয় ও মানহানিকর উপায়ে জনসমক্ষে আনা হলো?

ঘটনাটি বর্তমানে এলাকায় নয়, নেট দুনিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এবং প্রশাসন এই বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেয়, তা এখন দেখার বিষয় বলে মনে করছেন সচেতন মহল।

শেখ হাসিনার ফাঁসি কার্যকর চেয়ে মেহেরপুরে এনসিপি’র গণমিছিল

শেখ হাসিনার রায়ের প্রতিক্রিয়ায় মেহেরপুরে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম প্রধান সমন্বয়ক, ন্যাশনাল ল’ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান সংগঠক ও জেলা প্রধান সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট সাকিল আহমেদের নেতৃত্বে শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে ফাঁসি কার্যকর ও গণহত্যায় শেখ হাসিনার সহযোগীদের দ্রুত বিচারের দাবিতে এই মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

মিছিলটি জেলা এনসিপির কার্যালয় থেকে বড় বাজার চার রাস্তার মোড় ঘুরে প্রেসক্লাবের সামনে এসে শেষ হয়।

মিছিল শেষে সমাবেশে অ্যাডভোকেট সাকিল আহমেদ বলেন, অবিলম্বে নির্বাচনের পূর্বে ভারত থেকে খুনি হাসিনাকে ফিরিয়ে এনে ফাঁসি দিতে হবে। ভারতকে বলবো আপনাদের সঙ্গে যে বন্দি বিনিময় চুক্তি আছে তা মেনে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে দিন, না হলে বাংলাদেশের সঙ্গে

আপনাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। বাকি আসামিদেরও ফিরিয়ে এনে বিচার করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, স্বৈরাচার ঠেকাতে হলে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করতে হবে। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন না হলে নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না।

এসময় জাতীয় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মো. মুজাহিদুল ইসলাম, জেলা এনসিপির যুগ্ম সমন্বয়কারী মো. আরিফ খান, আসিক রাব্বি, সদস্য (সংগঠন/দপ্তর) মো. হাসনাত জামান সৈকত, সদস্য (অর্থ) মো. তামিম ইসলাম, সদস্য (লিয়াজোঁ) মাহাবুব ই তৌহিদ রবিন, সদস্য (প্রচার) আমির হামজা, সদর উপজেলা প্রধান সমন্বয়কারী হাসমত উল্লাহ, সদস্য মুবারক হোসেনসহ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর কাথুলী সীমান্তে ২৪ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর

গাংনী উপজেলার কাথুলী সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ ২৪ জন বাংলাদেশিকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর কাছে হস্তান্তর করেছে। মঙ্গলবার বিকেলে আন্তর্জাতিক মেইন পিলার ১৩২/৩ এস এর সামনে তেইরপুর এলাকায় এ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

বিজিবি সূত্রে জানা যায়, হস্তান্তর হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে নারী, পুরুষ ও শিশু রয়েছে। তারা হলেন শরিফুল ইসলাম (৪৭), নিলিমা বেগম (৪১), আব্দুর রহিম (১৪), আদুরী খাতুন (৮), আশিক বিশ্বাস (১৬), রাতুল হোসেন (২১), কুলছুম খাতুন (১৮), উজ্জ্বল হোসেন (২), রেজাউল (৪০), জনি আহম্মেদ (১৮), রকিব হোসেন (২১), জিহাদ (২০), আবুবক্কর সিদ্দিক (২৪), হাসান আলী (২৬), জিন্নাত আলী (৩৪), জাফর চাপরাশি (৩৯), রাছেল হাওলাদার (২৭), আকতার হোসেন (৩২), রাজু (৩১), সিমা বেগম (৩১), শান্তা আক্তার (২৭), কাজী জসিম উদ্দিন

(৪৭), লিলি খাতুন (৪৩) ও আছিয়া আক্তার (৮)।

পতাকা বৈঠকে বিজিবির পক্ষ থেকে কাথুলী কোম্পানির দপ্তর কমান্ডার নায়েক সুবেদার মো. কামরুজ্জামান এবং বিএসএফের পক্ষ থেকে ভারতের নদীয়া জেলার তেহট্টার ৫৬ ব্যাটালিয়নের তেইরপুর কোম্পানি কমান্ডার এসি আনচ কুমার উপস্থিত ছিলেন।

বিজিবি জানায়, এসব ব্যক্তি দালালের মাধ্যমে অবৈধভাবে বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে শ্রমিকের কাজ করছিলেন। সেখানে ভারতীয় পুলিশ তাদের আটক করে বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করে। পরে বিএসএফ আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের বিজিবির কাছে ফেরত দেয়।

কাথুলী বিজিবির দপ্তর কমান্ডার নায়েক সুবেদার কামরুজ্জামান বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে সবাইকে গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আল মামুন জানান, হস্তান্তর হওয়া ২৪ জনকে থানায় রাখা হয়েছে। যাচাই বাছাই শেষে তাদের পরিবারে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

গাংনীর ঢেপা-পাঙ্গাসিপাড়ায় দুইটি গরু চুরি, উদ্বেগ-শঙ্কায় গ্রামবাসী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ঢেপা-পাঙ্গাসিপাড়ায় দুইটি গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে। গভীর রাতে একটি গোয়ালঘরের তালা ভেঙে এইড়ে ও গাভিন জাতের দুইটি গরু চুরি করেছে চোরের একটি সংঘবদ্ধ দল।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুরো গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। আগের মতো রাত জেগে গ্রাম পাহারা দিতে হবে, এমন দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয় সূত্র ও ভুক্তভোগী পরিবার জানায়, গতকাল সোমবার দিবাগত গভীর রাতে মানিক মিয়ার গোয়ালঘরের তালা ভেঙে দু’টি গরু নিয়ে যায়

দুর্বৃত্তরা। ভোরে মানিকের ছোট ছেলে গোয়ালে গিয়ে দেখতে পায় দরজা খোলা, আর ভেতরে গরু নেই। গোয়ালঘরে মোট তিনটি গরু ছিল। চোরেরা একটি ষাড় ও একটি গাভি গরু চুরি করে নিয়ে গেলেও বাছুরটিকে ফেলে গেছে। সকালে সবাই গিয়ে দেখে—বাছুরটি এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, নির্বাক চোখে তাকিয়ে আছে ফাঁকা গোয়ালের দিকে।

গরুর মালিক মানিক হোসেন বলেন, রাত ১০টার দিকে পাড়া থেকে বাড়ি ফিরে গোয়াল পরিষ্কার করে গরু বেঁধে তালা লাগাই। সবকিছু ঠিকঠাক ছিল। সকালবেলা ছেলে বলে—‘বাবা, গরু নেই’। তখন দেখি তালা ভাঙা। চুরি হওয়া দুই গরুর মধ্যে একটি ষাড় ছিলো, যার বাজারমূল্য প্রায় ২ লাখ টাকা, আর গাভি গরুটির মূল্য প্রায় ৭৫ হাজার টাকা বলে দাবি করেন তিনি।

মানিকের পরিবারের সদস্যরা জানান, যত্ন করে, কষ্ট করে গরুগুলো বড় করছিলাম। এভাবে যদি চুরি হয়, গরু পালবো কিভাবে? এ ধরনের বড় ধরনের ক্ষতি সামাল দেওয়া তাদের জন্য খুবই কঠিন।

এ ঘটনায় গ্রামের মানুষের মধ্যে চরম দুশ্চিন্তা দেখা গেছে। অনেকেই রাতের ঘুম হারাম করে পাহারার প্রসঙ্গ তুলেছেন। তাদের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে ভয় ও ক্ষোভের চিত্র।

সেলিম হোসেন নামের এক গ্রামবাসী বলেন, এভাবে যদি চুরি হতে থাকে তাহলে কেউই নিরাপদ থাকবে না। আবার কি আগের মতো রাতে লাঠিসোটা নিয়ে গ্রামের সবাইকে পাহারা দিতে হবে?

শফিকুল ইসলাম নামের আর একজন বলেন, কয়েক বছর আগে চোরের উপদ্রব বেড়ে যাওয়ায় পুরো গ্রাম পালা করে পাহারা দিতাম। এখন আবার সেই দিন ফিরে আসবে কিনা, এই চিন্তায় সবাই।

ঘটনার খবর পেয়ে সকালে গাংনী থানার এস আই শিমুল হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তারা গোয়ালঘরের ভাঙা তালা, গরু রাখার স্থান ও আশপাশ ঘুরে দেখেন।

এস আই শিমুল হোসেন বলেন, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছি। আশেপাশের সিসি টিভি ফুটেজ দেখে চোর সনাক্তকরার চেষ্টা চালাচ্ছি। চুরি যাওয়া গরু উদ্ধার ও চোরদের আইনের আওতায় আনার জোর চেষ্টা চলছে।

[redacted]

[redacted]

প্রকাশিত হচ্ছে। এর একটি ‘দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন’ এবং অপরটি ‘দৈনিক আমাদের সূর্য়োদয়’। পত্রিকা দুটি নিয়মিত প্রকাশিত হয় এবং মানুষের তথ্য চাহিদা পূরণ করে চলেছে, অথচ তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা বা ভুলভাবে উপস্থাপন করা গুরুতর ত্রুটি।

এই ধরনের তথ্যের অসামঞ্জস্যতা কেবলমাত্র স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মীদের হতাশ করে না, বরং সাধারণ মানুষ, গবেষক এবং জেলার বাইরে যারা মেহেরপুর সম্পর্কে জানতে চান, তাদের মধ্যেও ভুল ধারণা তৈরি করে। এটি স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা ও গুরুত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। একটি জেলা প্রশাসনের দায়িত্ব হলো তার আওতাধীন সকল তথ্য নির্ভুল ও হালনাগাদ রাখা, বিশেষ করে যখন তা জনগুরুত্বপূর্ণ হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উচিত দ্রুত এই অসামঞ্জস্যতা দূর করা। ওয়েবপেজের প্রথম বাক্যটি সংশোধন করে সত্য তথ্য উপস্থাপন করতে হবে। এর ফলে তথ্যের স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে এবং সরকারি ওয়েবসাইটের প্রতি জন আস্থা বাড়বে।

প্রশাসনিক দুর্বলতা, তথ্য ব্যবস্থাপনার ত্রুটি অথবা অসাবধানতা – যে কারণেই এই অসামঞ্জস্যতা থাকুক না কেন, এটি দ্রুত নিরসন হওয়া জরুরি। মেহেরপুরের গণমাধ্যম ঐতিহ্যকে সম্মান জানাতে এবং বর্তমানের সংবাদমাধ্যমগুলোকে সঠিক মূল্যায়ন করতে নির্ভুল তথ্যের কোনো বিকল্প নেই।

এই ছোট অসঙ্গতি হয়তো অনেকের চোখে নাও পড়তে পারে, কিন্তু এটি একটি বৃহত্তর চিত্রের অংশ যা তথ্যের সঠিকতা ও স্বচ্ছতার গুরুত্বকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আশা করি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত এই বিষয়ে নজর দেবেন এবং মেহেরপুরের সংবাদপত্রের সঠিক চিত্র জনসম্মুখে তুলে ধরবেন।

মেহেরপুর মোটর শ্রমিক

ইউনিয়নের নির্বাচন সম্পন্ন

মেহেরপুর মটর শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি বার্ষিক নির্বাচনে সভাপতি সোনা, সম্পাদক মতিয়ার পুননির্বাচিত হয়েছে। গতকাল সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলে। ভোট গণনা শেষে আজ মঙ্গলবার সকালে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কার্যালয় সুত্রে নির্বাচনের এ ফলাফল জানাগেছে।

নির্বাচনে ১৫ টি পদের বিপরীতে ৩৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মোট ২ হাজার ৯৯৮ জন ভোটারের মধ্যে ২ হাজার ৪৯৮ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

সভাপতি পদে বর্তমান সভাপতি আহসান হাবীব সোনা (চেয়ার) ১ হাজার ৭১৯ ভোট পেয়ে পুননির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী বকুল হোসেন (ট্রাক্টর) পেয়েছেন ৬৮৮ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান (ডাব) ১ হাজার ২৩৪ ভোট পেয়ে পুননির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী সাখওয়াত হোসেন সবুজ (মোবাইল) পেয়েছেন ১ হাজার ১৯৬ ভোট।

কার্যকরী সভাপতি পদে সাজেদুর রহমান সাজু (গাভী) ৮৫৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রার্থী সৈয়দ রাকেশ হাসান (ফুটবল) পেয়েছেন ৭১১ ভোট।

সহ-সভাপতি পদে প্রার্থী শাহিন আলী টুটুল (ঈগল পাখি) ১২২৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রার্থী আলমগীর হোসেন (ছাতা) পেয়েছেন ৭৮৬ ভোট।

যুগ্ম সম্পাদক পদে এরশাদ আলী (ঘোড়া) ১ হাজার ৪৬৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী নাসিম ইসলাম (কলস) পেয়েছেন ৪৮৭ ভোট ।

সহ সাধারণ সম্পাদক পদে ফরহাদ হোসেন তুষার (গরুর গাড়ি) ১ হাজার ১২০৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী সেন্টু শেখ (মাইক) পেয়েছেন ৯৭২ ভোট।

সাংগঠনিক সম্পাদক পদে রমেজ উদ্দীন (সেলাই রেঞ্জ) ১২১৭ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী আফসারুল ইসলাম (হারিকেন) পেয়েছেন ৮৮৫ ভোট।

সহ সাংগঠনিক সম্পাদক পদে চাঁদ আলী (মাছ) ১ হাজার ৮৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী চঞ্চল শেখ (মই) পেয়েছেন ১ হাজার ৫২ ভোট।

কোষাধ্যক্ষ পদে মাহাবুব এলাহী (গোলাপ ফুল) ৯৪৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী মোফাজ্জেল হোসেন (চাঁদতারা) পেয়েছেন ৬২২ ভোট।

শ্রমিক কল্যাণ সম্পাদক পদে মাহাবুব হোসেন রিপন (হরিণ) ১২৩২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী খাইরুল ইসলাম (টায়ার) পেয়েছেন ৮৮৭ ভোট।

লাইন সম্পাদক পদে মুন্না (টুপি) ৭৩১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী মুরসালিন (পানি জাহাজ) পেয়েছেন ৭২৪ ভোট।

সাংগঠনিক সম্পাদক পদে রমিজ উদ্দিন (সেলাই রেঞ্জ) ৯২৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন তার নিকটতম প্রার্থী শাহিন আলী (হাতি) পেয়েছেন ৭৯৫ ভোট।

সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক পদে বকুল শেখ (ট্রাক্টর) ৭৬২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী চাঁদ আলি (মাছ) পেয়েছেন ৬৯১ ভোট। শ্রমিক কল্যাণ সম্পাদক পদে রেজাউল হক (কবুতর) ৫৪৭ ভোট নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী মাহবুব হোসেন রিপন (হরিন) পেয়েছেন ৫২২ ভোট।

প্রচার সম্পাদক পদে ইয়ারুল ইসলাম (রিক্সা) ১ হাজার ৩৫৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী সুমন (টেলিভিশন) পেয়েছেন ৬৩৩ ভোট। লাইন সম্পাদক পদে সোহেল রানা সজিব (মোটরসাইকেল) পদে ৮০৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী মুরছালিন (পানি জাহাজ) পেয়েছেন ৭৪৫ ভোট।

এবং সদস্য পদে শরিফুল ইসলাম (খেজুর গাছ) ৯৭৫ ভোট, মহিন শেখ (টিউবয়েল) ৭২৮ ভোট এবং খবিরুল ইসলাম (ভ্যান) ৫৭৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।